দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 25|8|83 ...
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম 3 ...

058

"বইয়ের খাতে ব্যয়"

প্রতিবাদ

গত ১২-৮-৮৩ তারিখে দৈনিক বাংলায় বইয়ের খাতে ব্যয় শিরোনামে প্রকাশিত নিবন্ধের প্রতি বোর্ডের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। প্রকাশিত নিবন্ধ জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে বিধায় বোর্ডের সঠিক বক্তব্য নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ—

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সাল থেকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের ১ম থেকে ৯ম ১০ম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিতরণের দায়িত্ব বোর্ডের উপর অর্পণ করা হয়। ফলে বোর্ড প্রতি বছর ৪/৫ কোটি পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে আসছে। বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীর সংখ্যার উপর লক্ষ্য রেখে জরিপের ভিত্তিতে এবং শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনের অনুপাতে পাঠ্যবই সাধারণত মুদ্রণ করা হয়ে থাকে। কিন্তু প্রতিবছরই গুদামজাতকৃত কোটি কোটি বইয়ের কিছু সংখ্যক বই হ্যান্ডলিংএ বিনষ্ট হয়ে থাকে বিধায় সেগুলো বিক্রয় অযোগ্য হয়ে পড়ে। তাছাড়া ১৯৭৮ সাল থেকে নতুন পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন শ্রেণীর নতুন বই রচনা ও মুদ্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এতে কিছু সংখ্যক পাঠ্যপুস্তক অপ্রচলিত হয়ে পড়ে। ৭ম ও ৮ম শ্রেণীর অপ্রচলিত বইগুলো বিভিন্ন বিষয়ের ২২টি শিরোনামের এবং সেগুলো একাধিক পাঠ্য বছরের। এসব অপ্রচলিত বই দরপত্রের মাধ্যমে বিক্রয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

অধ্যাপক মোঃ আসাদুজ্জামান,
সেক্রেটারী বাংলাদেশ স্কুল
টেক্সটবুক বোর্ড, ঢাকা।